আজকের কাগজ

তারিখ 29 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

# স্কুল শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ ও মর্যাদা প্রসঙ্গে

বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের সরকারি অনুদানের টাকা প্রতিমাসেই পাওয়ার কথা। কিন্তু প্রতিমাসে পাওয়া যাচ্ছে কি? গত জুন মাসের অনুদানের টাকা পাওয়া গেল আগস্টে। এভাবে সবসময়ই চলে আসছে। ভেবেছিলাম দেশের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ফলে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের অনুদানের টাকা নিয়মিত পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি সেটা স্বৈরাচারী সরকারের চেয়েও বেশি অনিয়মিত। একজন শিক্ষক প্রতিদিন গড়ে ৬/৭টি ক্লাস নেন। প্রতিদিন একটানা ৬/৭টি ক্লাস নেয়া যে কতটুকু পরিশ্রমসাধ্য কাজ সেটা রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ নির্বাচন প্রচারাভিযানকালের দিনগুলোর কথা স্মরণ করলেই বুঝতে পারবেন। এত পরিশ্রমের পরেও স্বল্প পরিমাণ সরকারি অনুদানের টাকা পাওয়া যায় ২/৩ মাস পর। আর যখনই সরকারি অনুদানের টাকা পাওয়া যায় সেটা নিয়ে দোকানদার ও অন্যান্য লোকজনের পাওনা মিটিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে একজন শিক্ষকের হাতে আর তেমন কিছুই থাকে না। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।

আর সেই মেরুদন্ডটি সোজা করবার দায়িত্ব শিক্ষকদের। চব্বিশ ঘন্টার প্রতিটি মুহূর্তেই যদি একজন শিক্ষক তাঁর অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তাহলে কিভাবে তিনি সেই মেরুদন্ড সোজা করবেন? "বে" শব্দের অর্থ হচ্ছে না। সুতরাং 'বেসরকারী' শব্দের অর্থ দাঁড়াচ্ছে না সরকারি। আর না সরকারি মানে না দরকারী। তাইতো না দরকারী শিক্ষকদের প্রতি সরকারের এত অবহেলা। চাকরি শেষ হবার পর নেই কোন পেনশনের ব্যবস্থা। চাকরির নির্দিষ্ট বয়সসীমা অতিক্রমের পর স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি মানপত্র, একটি নামাজের জায়নামাজ, একটি তসবীহ্ এবং একটি ছড়ি দিয়ে বিদায় দেন একজন শিক্ষককে। এই হল তাঁর সারা জীবনের পাওয়া। আর এই জন্যেই এখন এসএসসি কিংবা এইচএসসিতে স্ট্যান্ড করা কোন ছেলে বা মেয়ের মুখে শোনা যায় না, "লেখাপড়া শেষ করে আমি শিক্ষকতা করব।" তাই শিক্ষকদের সকল প্রকার সমস্যা সমাধান করে তাঁদেরকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করার জন্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

*হাছান শাহেদ (মিঠু)*
*নগরপাড়, কোম্পানীগঞ্জ,*
*কুমিল্লা।*